দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2.1 SEP. 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

জয়পুরহাটে নূতন কলেজ খোলার হিড়িক

জয়পুরহাট সংবাদদাতা ॥ বিগত বৎসরগুলির তুলনায় চলতি বছর এস,এস,সি পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাশ করায় এবং জয়পুরহাট জেলার ৫টি থানায় ৩টি সরকারীসহ মোট ১১টি কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় জেলায় নূতন কলেজ স্থাপন ও বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খোলার হিড়িক পড়িয়াছে। মফস্বল এলাকায় একটি কলেজের তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে নূতন কলেজ খোলার ব্যাপারে বিধিনিষেধ থাকায় জেলার কালাই, ক্ষেতলাল থানা সদর ও পাঁচবিবি থানার মালাইপুরে মহিলা কলেজ স্থাপ-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

জয়পুরহাটে নূতন কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ মহিলা কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নাই। এদিকে জেলার কালাই থানা সদরে অবস্থিত কালাই উচ্চ বিদ্যালয়ে ও কালাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোসলেমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও ক্ষেতলাল থানার মোলামগাড়ীহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এইসব বিদ্যালয় হইতে এস,এস,সি পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মার্কশীট ও টেষ্টিমোনিয়াল প্রদান করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগে জানা যায়। একাদশ শ্রেণী খুলিতে চায় এমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই এম,এ পাশ হইতে হইবে এরূপ একটি শর্ত থাকায়ও এসব স্কুলে একজন এম.এ, পাশ অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান শিক্ষকগণ রাজী না হওয়ায় অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ আগ্রহ থাকা সত্বেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণী খুলিতে পারিতেনছে না।

এদিকে প্রস্তাবিত কালাই মহিলা কলেজের উদ্যোক্তাগণ কালাই উচ্চ বিদ্যালয়ের অব্যবহৃত কামরাগুলিতে সাময়িকভাবে কলেজের অফিস স্থাপন ও ছাত্রীদের ক্লাশ নেওয়ার ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্বে সমঝোতায় পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু এমন খোদ ঐ স্কুলেই এবং পার্শ্ববর্তী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ায় কালাই মহিলা কলেজের উদ্যোক্তাগণ বিপাকে পড়িয়াছেন এবং ঐ দুই স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাহাদের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণী খোলার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করিতেছেন। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে চাঁদা প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রার্থীগণ কে কত টাকা ডোনেশন দিতে পারিবেন ইন্টারভিউ এর আগেই তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া নেওয়া হয় এবং নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থীর মেধার চাইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডোনেশনের টাকার অংককেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া কলেজ পরিচালনা পরিষদের কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোপনে চাঁদা দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রেও টাকার অংকের প্রতিযোগিতা হয় বলিয়া অভিযোগে জানা যায়।